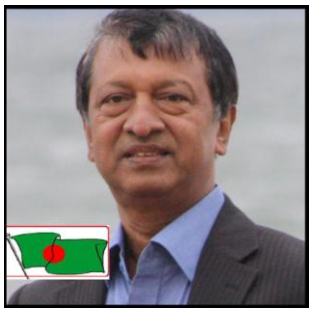

একজন প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা ও তার এবার বিজয়ের আনন্দ

মিজান, এডমন্টন, আলবার্টা (কানাডা): এবার বিজয়ের ৪৪তম বছর এসেছে মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার জাহিদের জীবনে অনন্য এক দিন হিসেবে। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কানাডা ইউনিট কমান্ড নির্বাহী দেলোয়ার জাহিদ ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তার সুদীর্ঘ সাংবাদিকতা ও সমাজসেবার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে গভীরভাবে ব্রতি রয়েছেন। প্রবাসে ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর কার্য্যক্রমকে নিরলসভাবে এগিয়ে নিতে কাজ করছেন। বাংলাদেশ প্রেসক্লাব অব আলবার্টা ও বাংলাদেশ হেরিটেজ এন্ড ইথনিক সোসাইটি অব আলবার্টা এর সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার জাহিদের রয়েছে এক বর্ণাঢ্য সংগ্রামী জীবন।

১৯৯২ সাল থেকে সুদূর প্রবাসে অভিবাসী হিসেবে তার জীবন জীবিকার শুরু। নিজদের মর্যাদা ও অধিকার সমুন্নত রাখার প্রয়াসে প্রবাসে ও নানাহ সাংগঠনিক উদ্যোগ। নিজদের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে জানান দিতে কখনো আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গবেষনা, সেমিনার, সহ নানাহ অনুষ্ঠানমালার আয়োজনের সাথে যুক্ত হওয়া। প্রবাসে স্বদেশের ভাবমূর্তিকে তুলে ধরা, উজ্জ্বল করা, আর এসব নিয়েই কাটে তার সময়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমাদের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতির সাথে পরিচিত করে তোলা এবং এর অব্যাহত চর্চার জন্য নানাবিদ প্রয়াস। বাংলাদেশী কমিউনিটির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র ও সাংগঠনিক পদক্ষেপ কানাডার সুধি মহলে বেশ সমাদৃত। প্রবাসে শক্তিশালী সংস্কৃতিগুলোর মোকাবেলায় আমাদের সংস্কৃতিকে আরো বেশী দক্ষ ও যোগ্যতা অর্জন করা প্রয়োজন। প্রয়োজন বাংলাদেশী সংগঠনগুলোর মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য স্থাপন এবং সম্মিলিত প্রয়াস...। এ প্রয়াসের একজন অন্যতম রূপকার মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার জাহিদ.

দেলোয়ার জাহিদ মনে করেন যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের এক অভূতপূর্ব বিজয় সুচিত হয়েছে. এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা খুবই সঙ্গত। "তোমার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে, আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর কিন্তু আল্লাহ বৈরীভাব ও আগ্রাসকদের পছন্দ করেন না" (কুরআন, ২: ১৯০)..."Fight in the way of God against those who fight against you, but begin not hostilities. Lo! God loveth not aggressors." (Qur'an, 2:190).

'৭১ এ উপলব্ধি থেকেই দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রাম করে বহু প্রাণ আর রক্তের বিনিময়ে এ ডিসেম্বর মাসে আমরা ছিনিয়ে এনেছিলাম বিজয়ের লাল সূর্য। পরিসমাপ্তি ঘটেছিলো দীর্ঘ দুই যুগের শোষণ আর বঞ্চনার। হানাদার বাহিনী এদেশের মুক্তিকামী মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের পর আত্মসমর্পণ করে ছিলো মুক্তিকামী মানুষের কাছে। আর এর মধ্য দিয়েই নির্যাতন আর নিষ্পেষণের কবল থেকে মুক্ত হয়ছিলো জাতি। সমৃদ্ধ আগামীর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় আজো থেমে নেই দেলোয়ার জাহিদের মতো যোদ্ধাদের। যাদের জীবন ও উৎসর্গে আমরা পেয়েছি বাংলাদেশ। আমরা শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় আজো স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী লাখো শহীদদের। আমরা প্রত্যয় ব্যক্ত করি সমৃদ্ধ আগামীর নতুন এক বাংলাদেশ গড়ার, দেশে বিদেশ যে যেখানে আছি...দেশাত্মোবোধের আবেগ থেকে সত্য, ন্যায় আর সুন্দরের পথে গৌরবময় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠাহীন এক সমাজ বিনির্মানে মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার জাহিদের অনুপ্রেরণা নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই।

বহু প্রাণ আর রক্তের বিনিময়ে এদিনে দামাল বাঙালি ছিনিয়ে এনেছে বিজয়ের লাল সূর্য। দু'হাজার ১৫ তে ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে পালিত হচ্ছে এবারকার বিজয় দিবস, কলঙ্কমোচনের আরেক নতুন অধ্যায়। দেলোয়ার জাহিদদের মতো সমৃদ্ধ আগামীর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন আর দিবা স্বপ্ন নয় মোটেই। সেই চেতনায় রয়েছে যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পন্ন ও রায় কার্যকরের পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকারের সাথে একাত্মতা, উগ্রপন্থা ও ধর্মীয় উন্মাদনাকে পাশ কাটিয়ে একটি উদার গণতান্ত্রিক এবং সাম্প্রদায়িকতামুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করা। পরম শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় সিক্ত করতে চাই দেশী ও প্রবাসী সকল মুক্তিযোদ্ধাদের। জাতির চলার পথ হোক কণ্টকমুক্ত এবং সমুন্নত হোক মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।